আল্লাহর ৭২তম গোপন নাম ও হারানো রুহানী কম্পাস

রচয়িতা
হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির
আধ্যাত্মিক সাধক,আমিল-এ-কামিল

আল্লাহর ৭২তম গোপন নাম এবং সেই হারানো রুহানী কম্পাস যার মাধ্যমে আত্মা নিজ গ্রহে ফিরে যেতে পারে!

ভূমিকা:

তুমি কি কখনো এমন অনুভব করেছো— এই দুনিয়ার সবকিছু তোমার জন্য থাকলেও, যেন কিছু একটা অপূর্ণ? মনে হয়, তোমার ভিতরে কেউ নিঃশব্দে ডাকছে, দূর আকাশের ওপার থেকে? কখনো কি মনে হয়েছে, এই জীবনটা একটা ভুল ঠিকানা... তোমার আত্মা বুঝি অন্য কোনো গ্রহে জন্মেছিল? যদি এই অনুভূতি তোমার হৃদয় ছুঁয়ে যায়, তাহলে এই ভিডিও শুধুই তোমার জন্য।

উপস্থাপক পরিচিতি:

আসসালামু আলাইকুম। আমি হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির — একজন আধ্যাত্মিক সাধক, আমিল-এ-কামিল। আজ আমি তোমাদের সামনে এমন এক রহস্য উন্মোচন করবো, যা যুগের পর যুগ মানুষের চোখের আড়ালে ছিল। এটি শুধুই তত্ত্ব নয় — এটি আত্মার এক হারানো নির্দেশনা, এক গায়েবি কম্পাস, যা আল্লাহর গোপন এক নামে সক্রিয় হয়।

অধ্যায় ১: এক হারানো ডাক:

অনেকেই বলে, তারা এই দুনিয়ায় খাপ খায় না। মনে হয়, তারা অন্য কোথাও থেকে এসেছে। এই অস্থিরতা, এই শূন্যতা — আত্মার এক গোপন ডাক। আর সেই ডাক আমাদের নিয়ে যায় এক রহস্যময় বিষয়ে — আত্মার হারানো ঘরের সন্ধানে।

অধ্যায় ২: আল্লাহর নামের রহস্য:

আমরা সবাই জানি, আল্লাহর ৯৯টি সুন্দর নাম রয়েছে। হাদীসে এসেছে — “আল্লাহর ৯৯টি নাম রয়েছে, যার যে জানে, সে জান্নাতে যাবে।” — সহীহ মুসলিম।
কিন্তু বহু আধ্যাত্মিক ওলি-আল্লাহদের মতে, এই ৯৯ নাম ছাড়াও রয়েছে কিছু গুপ্ত নাম, যেগুলো শুধু ফেরেশতা জানে।
আর সেই গোপন নামগুলোর মধ্যে একটি বিশেষ নাম রয়েছে — “Ismullahil A’zam”, যেটি সংখ্যায় ৭২তম।

অধ্যায় ৩: সেই গোপন নাম কী?

এই নাম কোনো কিতাবে নেই, মসজিদের দেয়ালে লেখা নেই। এই নাম হৃদয়ের কান দিয়ে শোনা যায়, যখন আত্মা পুরোপুরি জাগ্রত হয়।
এই নাম উচ্চারণ করলে আত্মার গভীরে এক গায়েবি কম্পন সৃষ্টি হয়, যা আত্মাকে তার মূল উৎসের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

অধ্যায় ৪: আত্মার আসল গ্রহ:

তুমি কি জানো? আত্মারা এই পৃথিবীতে আসার আগে একেকজন একেক রুহানী গ্রহ থেকে এসেছে।
কেউ এসেছে নূরের গ্রহ থেকে, কেউ হাওয়ার গ্রহ থেকে, আবার কেউ এসেছে নির্জন অন্ধকার নক্ষত্র থেকে।
পৃথিবী ছিল কেবল এক সাময়িক পরীক্ষা। কিন্তু আত্মা আজও টানে সেই হারানো ঘরকে।

অধ্যায় ৫: হারানো রুহানী কম্পাস:

হিকমতের কিতাবগুলোতে বলা হয়েছে —
“আত্মার হৃদয়ে একটি রুহানী কম্পাস থাকে, যা কেবল আল্লাহর এক নির্দিষ্ট গোপন নামে সক্রিয় হয়।”
সেই নাম হলো — ৭২তম পবিত্র নাম।
এই নাম শুধু শব্দ নয়, এটি এক ধরণের আলো, তরঙ্গ ও কাঁপন, যা আত্মাকে তার উৎসগ্রহের ফ্রিকোয়েন্সির সাথে যুক্ত করে।

অধ্যায় ৬: হারানো নামের কিছু ইঙ্গিত:

এই নাম আমি এই ভিডিওতে সম্পূর্ণ বলবো না। তবে কিছু ইঙ্গিত দিতে পারি —
এই নামের মধ্যে রয়েছে:

আল্লাহর শক্তির তীব্রতা
আত্মার সৃষ্টি-স্পন্দন
মালাকুতের রহস্যময় ধ্বনি

এবং চারটি নিষিদ্ধ হরফ
এই হরফগুলোর ধ্বনি হলো: “আ... রা... হা... লাম...” — যা হৃদয়ের গভীরে গিয়ে আত্মাকে স্পন্দিত করে।

অধ্যায় ৭: একটি ফ্রি সাধনা — নামের ছায়া ধরার পদ্ধতি:

তুমি যদি প্রস্তুত হও, তাহলে নিচের ফ্রি সাধনা করো — যার নাম “৭২তম নামের ছায়া ধরার সাধনা”।

সময়: রাত ২:৩৩ – ২:৪৫
পদ্ধতি:
১. ২১ বার পড়ো —
“ইলাহি, ইখতিম লি বি-ইসমিকা মাজহুল, অল কাদির আলা রজু’ই রূহি।”
২. চোখ বন্ধ করে ১২ মিনিট ধ্যান করো।
৩. কল্পনা করো, একটি তারা তোমার দিকে এগিয়ে আসছে।
৪. এক অদ্ভুত শব্দ শুনতে পাবে।
সেটি রেকর্ড করে রাখো — কারণ তাতেই লুকানো থাকতে পারে সেই গোপন নামের ফ্রিকোয়েন্সি।

অধ্যায় ৮: আত্মা ফিরে যেতে চায়:

এই নামের কম্পন শুনলে আত্মা কাঁপে। চোখে পানি আসে। বুক ভার হয়ে যায়।
কারণ আত্মা চিনে ফেলে তার পুরোনো ঘর।
তখন সে আর এই পৃথিবীকে চূড়ান্ত ভাবে না।
সে ফিরে যেতে চায় তার মূল উৎসে।

অধ্যায় ৯: পেইড মেগা ক্লাস – কম্পাস Unlock করার আসল পথ:

আমি নিচ্ছি একটি পেইড মেগা ক্লাস, যেখানে এই রহস্যময় বিষয়গুলো আরও গভীরভাবে শেখানো হবে।

এই মেগা ক্লাসে যা শিখবেন (১২টি বিষয়ের তালিকা):
১. আল্লাহর ৭২তম গোপন নাম: ফ্রিকোয়েন্সি ও অর্থ

২. আত্মার উৎস গ্রহ কীভাবে নির্ধারণ হয়
৩. রুহানী কম্পাস কী এবং এটি কিভাবে জাগে
৪. আত্মার ভেতরে থাকা আসমানী কোড শনাক্তকরণ
৫. হারানো নামের ৭ স্তরের ব্যাখ্যা
৬. রুহের উৎস অনুযায়ী আত্মার প্রকৃতি
৭. ফেরেশতা, জ্বীন ও আত্মার সম্পর্ক
৮. নিষিদ্ধ হরফগুলোর সঠিক উচ্চারণ ও অর্থ
৯. ইলহামী শব্দধ্বনির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা
১০. আত্মার স্মৃতির রেকর্ড ও লাওহে মাহফুজ সংযোগ
১১. মালাফ আল মালাকুতের সাথে কম্পাস সংযোগ
১২. আত্মা কীভাবে নিজের আসল ঘরে ফিরে যেতে পারে — বাস্তব পদ্ধতি

তবে মনে রেখো, এই জ্ঞান সবার জন্য নয়। এটি কাঁপন জাগানো, গভীর এবং রুহানীভাবে বিপজ্জনক।
শুধু সেই আত্মারা এটি ধারণ করতে পারে, যাদের ভেতরে সেই পুরোনো নামটি জেগে উঠছে।

সমাপ্ত